যুগান্তর

তারিখ ... 27 MAY ....
পৃষ্ঠা ... 20 ... কলাম ... 6 ...

অবৈধ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা চেয়েছেন রাষ্ট্রপতি

মুশতাক আহমদ

বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা জরুরি তলব করেছেন রাষ্ট্রপতি। কয়েকদিন আগে বঙ্গভবন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া এক পত্রে এ তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) হালনাগাদ তথ্য চাওয়া হয়। কিন্তু সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা দেখভালকারী এ প্রতিষ্ঠানটি এ ব্যাপারে কোন সহায়তা করতে পারেনি। বরং তারা তিন বছর আগে তৈরি করা একটি কালো তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মন্ত্রণালয়কে বিনিয়োগ বোর্ড এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কাছে ধরনা দিতে হয়েছে। বুধবার আরেক পত্রে সরকারের ওই দুই দফতরে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা চাওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, খুব শিগগিরই তারা বাংলাদেশে অবৈধভাবে পরিচালিত বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করবে। এছাড়া এসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আইন তৈরিরও প্রক্রিয়া চলছে। ২০০৭ সালের মে মাসে সরকার ৫৬টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করে। ওই তালিকায় ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়সহ তালিকা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

তালিকা : বিশ্ববিদ্যালয়ের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেও বাংলাদেশের শাখার নাম স্থান পায়। তালিকা প্রকাশের পরপরই এনিয়ে সুধীমহলে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া মেলে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবসায়ীরা নাখোশ হয়। কেউ কেউ উকিল নোটিশ এমনকি মামলা পর্যন্ত দায়ের করে। চাপে পড়ে ইউজিসি তখন ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে আলোচনায় বসে। কিন্তু তাদের অনেকে সাড়া পর্যন্ত দেয়নি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একদিকে ইউজিসি আইনি লড়াইয়ে নামে, অন্যদিকে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে একটি আইন সেল খুলতে পর্যন্ত বাধ্য হয়। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এ ব্যাপারে তার দফতরে আলাপকালে যুগান্তরকে জানান, প্রকাশিত কালো তালিকার কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তখন আদালতে মামলা দায়ের করে। তাদের দাবি, বিনিয়োগ বোর্ড এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে তারা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তো ইউজিসি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সনদ বা রেজিস্ট্রেশন বা অনুমতি নিতে হবে। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, আসলে এ ব্যাপারে আইন না থাকায় যেমন তারা ব্যবসার সুযোগ পাচ্ছে, তেমনি তাদের ধরার মেকানিজমেরও অভাব রয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা তাদের কাছে নেই। আর ২০০৭ সালের মে মাসে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর অনেকে পাতাড়ি গুটালেও বাকিরা জোরেশোরে কার্যক্রম পরিচালনা করায় ফের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে। এখন আইনের অভাবে ধরা যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা, কোচিং সেন্টার, ভর্তি কেন্দ্র, ভর্তির তথ্য কেন্দ্র ইত্যাদি নানা নামে চটকদার বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা এবং লোভনীয় অফারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কিন্তু এর আড়ালে একদিকে এদেশের বেশকিছু ছাত্রছাত্রী প্রতারিত হয়ে আসছে অন্যদিকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়েও নিচ্ছে শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা। ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, এমন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যারা পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত বিক্রি করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ইউজিসি থেকে এক পত্রে দেখা যায়, পিস ব্রেভ ইউনিভার্সিটি নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এ অপকর্মটি বেশি করছে। চলতি মাসে একটি জাতীয় দৈনিকে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ওই বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে ২০ মে মন্ত্রণালয়কে ইউজিসির দেয়া পত্রে বলা হয়েছে, জাহাঙ্গীর হাবিবউল্লাহ পিস ব্রেভ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (কানাডা) থেকে বাংলায় অবদানের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। পিস ব্রেভসহ এজাতীয় সব বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস, স্টাডি সেন্টার, শাখা ক্যাম্পাস থেকে যে কোন ডিগ্রি অর্জন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। পত্রিকায় এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে তাতে প্রলুব্ধ না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হয়। ওই পত্রে পিস ব্রেভসহ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও অনুরোধ করা হয়। ইউজিসি সূত্র জানায়, বিষয়টি তারা গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও জনগণকে অবহিত করছেন। সূত্র জানায়, এ ধরনের নানা সরকারি পত্রসহ বিভিন্ন মহল থেকে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ওই তালিকা চেয়ে পাঠায়। ইউজিসির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে। এগুলো সবই অবৈধ। এগুলোর মধ্যে কেউ কেউ আদালতের রায় নিয়ে ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্তদের নামে শিক্ষা ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে ইউজিসির কাছে।